খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ২৫(ক)(২) ধারা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির ১ম সাধারণ সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : জনাব মোঃ ফিরোজ সরকার, মাননীয় প্রশাসক, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
পরিচালনায় : জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
সভার স্থান : শহীদ আলতাফ মিলনায়তন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ ও দিন-ক্ষণ : ৩১/১২/২০২৪ খ্রি:, মঙ্গলবার, বেলা ১১-৩০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত কেসিসি'র ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	ওয়ার্ড নম্বর
১	জনাব আবু সালেহ পাটওয়ারী	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১
২	জনাব আজিজুন নাহার বেলা	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২
৩	জনাব মোঃ অহিদুজ্জামান খান	কঞ্জারভেন্সি অফিসার	৩
৪	জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম	নির্বাহী প্রকৌশলী	৪
৫	জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫
৬	জনাব গাজী সালাউদ্দীন	এস্টেট অফিসার	৬
৭	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৭
৮	জনাব উজ্জ্বল কুমার সাহা	ষ্টোর সুপার	৮
৯	জনাব এফ এম ফয়সাল	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৯

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	ওয়ার্ড নম্বর
১০	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	১০
১১	জনাব আসমাউল হুসনা	ড্রাফটসম্যান	১১
১২	জনাব মো: জিয়াউর রহমান	সহকারী কঞ্জারভেন্সি অফিসার	১২
১৩	মিসেস কাজল রানী দাস	এষ্টিমেটর	১৩
১৪	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম	সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার	১৪
১৫	জনাব মোঃ আব্দুল মাজেদ মোল্লা	জনসংযোগ কর্মকর্তা	১৫
১৬	জনাব আবির-উল-জববার	চীফ প্লানিং অফিসার	১৬
১৭	জনাব রেজবিনা খানম	আর্কিটেক্ট	১৮
১৮	জনাব শেখ হাসান হাসিবুল হক	আই.টি ম্যানেজার	১৯
১৯	জনাব সেলিমুল আজাদ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী(যান্ত্রিক)	২০
২০	জনাব তপন কুমার নন্দী	কালেক্টর অব ট্যাক্সেস	২২
২১	ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস	ভেটেরিনারি সার্জন	২৩
২২	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	কঞ্জারভেন্সি অফিসার	২৪
২৩	জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান	রাজস্ব কর্মকর্তা এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার	২৫
২৪	জনাব মো: মিজানুর রহমান	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২৬
২৫	জনাব অমিত কান্তি ঘোষ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২৭
২৬	জনাব এস,এম আব্দুল ওয়াদুদ	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (হিসাব)	২৮
২৭	জনাব শেখ হাফিজুর রহমান	চীফ এ্যাসেসর	২৯
২৮	জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩০
২৯	জনাব শেখ শফিকুল হাসান	বাজার সুপার	৩১

সভায় উপস্থিত সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ :

১	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন	৭	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, খুলনা এর পক্ষে
২	অতিরিক্ত/যুগ্মকমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ (পুলিশ কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	৮	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা
৩	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মনোনীত)	৯	প্রতিনিধি, বন অধিদপ্তর, খুলনা
৪	সদস্য, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)	১০	প্রতিনিধি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), খুলনা
৫	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, খুলনা জেলা (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	১১	উপপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা, খুলনা
৬	মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ টেলি-কমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) খুলনা এর পক্ষে	১২	উপপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও তরজমা করেন কেসিসি মসজিদের ইমাম হাফেজ মোঃ হাবিবুল্লাহ। অত:পর খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক বলেন, কেসিসি এলাকায় বিভিন্ন রোডে গিয়ে দেখা যায় রাস্তা অন্ধকার। অন্ধকারে অসামাজিক কার্যকলাপ ঘটতে পারে। কোথায় কোথায় রোডে লাইট নাই তার তালিকা তৈরি করে রিপোর্ট করতে হবে। কঞ্জারভেন্সি কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার উপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। এ কাজে কোন অবহেলা করা যাবে না। মশক নিধন কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে এবং ড্রেনেজ সিস্টেমের কাজ সঠিকভাবে করতে হবে। এই চারটি কাজ অগ্রাধিকার দিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা চলছে। এ কাজগুলো সঠিকভাবে করলে কাজের অগ্রগতি দেখাতে হবে। তিনি এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি আরো বলেন, জন্ম নিবন্ধন কাজে কত পারসেন্ট অর্জন হয়েছে তার রিপোর্ট প্রদানের জন্য তিনি নগর স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন। উক্ত বিষয়ে অগ্রগতি জানাতে হবে। এ পর্যায়ে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান।

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১। গত ০৯/০৫/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ৩য় সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পঠন ও নিশ্চিতকরণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** বলেন, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক হিসেবে যোগদানের পর এটা প্রথম সভা। গণ-অভ্যুত্থানের পর সিটি কর্পোরেশন পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক একটা কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছে। এই সভা সেই কমিটির ১ম সাধারণ সভা। গত ০৯/০৫/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ৩য় সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সকলের সামনে বোর্ডে দেয়া হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীর যদি কোথাও কোন সংশোধন বা সংযোজন-বিয়োজন থাকে তবে তা উত্থাপন করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। উক্ত কার্যবিবরণীর ১২নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত (২.২ নং সিদ্ধান্ত) ফরনেক্স এ্যাড ফার্মের মিড আইল্যান্ডে বিদ্যমান যে সকল সম্পত্তি আছে তার পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটি বাতিল পূর্বক প্রশাসকসহ উপস্থিত সকলেই আলোচ্য কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করার জন্য একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ০৯/০৫/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ৩য় সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর ১২নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত (২.২ নং সিদ্ধান্ত) ফরনেক্স এ্যাড ফার্মের মিড আইল্যান্ডে বিদ্যমান যে সকল সম্পত্তি আছে তার পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটি বাতিল পূর্বক আলোচ্য কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
২। খুলনা সিটি কর্পোরেশন স্থায়ী কমিটি প্রবিধান, ২০২৪ অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** খুলনা সিটি কর্পোরেশন স্থায়ী কমিটি প্রবিধান, ২০২৪ অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, এটা জাইকার সহযোগিতায় C4C-2 প্রকল্পের কাজ। কেসিসিতে স্থায়ী কমিটি প্রবিধান-২০২৪ তৈরির জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং উক্ত কমিটি মডেল স্থায়ী কমিটি প্রবিধান এর ভিত্তিতে উল্লিখিত খসড়া প্রবিধান প্রণয়ন করেছে। বর্ণিত খসড়া প্রবিধানটি সাধারণ সভায় অনুমোদন করে তা স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **প্রশাসক**সহ উপস্থিত সকলেই খুলনা সিটি কর্পোরেশন স্থায়ী কমিটি প্রবিধান-২০২৪ অনুমোদনে সহমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশন স্থায়ী কমিটি প্রবিধান, ২০২৪ অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৩। সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ এর ৪৩ ধারা অনুযায়ী খুলনা সিটি কর্পোরেশনে প্রস্তুতকৃত "বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪" অনুমোদন সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ এর ৪৩ ধারা অনুযায়ী খুলনা সিটি কর্পোরেশনে প্রস্তুতকৃত "বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪" অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন নির্দেশিকা অনুসারে বিগত বছরের সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন ও বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসহ এ "বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪" প্রস্তুত করা হয়েছে। এক্ষণে, তা সাধারণ সভায় অনুমোদন করে স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠাতে হবে। **প্রশাসক** এবং উপস্থিত সকলেই উক্ত "বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪" অনুমোদনে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ এর ৪৩ ধারা অনুযায়ী খুলনা সিটি কর্পোরেশনে প্রস্তুতকৃত "বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪" অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৪। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব পালন করার জন্য সম্মানী ভাতা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব পালন করার জন্য সম্মানী ভাতা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, তাদের ভাতা প্রদানের বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ২৯নং ওয়ার্ড এবং প্রধান কর নির্ধারক,** কেসিসি বলেন, ওয়ার্ডের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অফিস খরচ, কম-বেশি বিভিন্ন সাহায্য-সহযোগিতা দেয়া, সম্মানিত ওয়ার্ডবাসীকে আপ্যায়ন করা ইত্যাদি কাজে তাদের আর্থিক ব্যয় হয়ে যায়। ওয়ার্ড এলাকায় কেসিসি'র কার্যক্রম পরিচালনা ও নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য পূর্বে কাউন্সিলরগণকে প্রতিমাসে ৪০,০০০/-(চল্লিশ হাজার) টাকা করে সম্মানী দেয়া হতো। তাদেরকে একই দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে এবং একই কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। তাই তিনি অন্তত: ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে মাসিক ২০,০০০/-(কুড়ি হাজার) টাকা সম্মানী প্রদানের দাবী জানান। **জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, বাজেট কাম একাউন্টস অফিসার** কেসিসি বলেন, সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ এর ৭৫নং ধারায় আইনে বলা আছে ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশাসক/মেয়র মহোদয়ের বিশেষ ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা বলে তিনি ভাতা প্রদান করতে পারবেন।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
প্রশাসক বিধি মোতাবেক উক্ত সম্মানী ভাতা দিতে রাজি আছেন। বিধির বাইরে তিনি কোন কিছু করতে পারবেন না। ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সম্মানী দেয়ার বিষয়ে কোন আইন বা সার্কুলার নাই এবং মন্ত্রণালয়ের কোন নির্দেশনাও নাই বিধায় তিনি তাদের সম্মানী ভাতা দেয়ার বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব পালন করার জন্য সম্মানী ভাতা প্রদানের বিষয়ে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন আইন/সার্কুলার/মন্ত্রণালয়ের কোন নির্দেশনা না থাকায় বিষয়টি সম্পর্কে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৫। (ক) উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য জরুরি ভিত্তিতে পুরকৌশল শাখায়, বিদ্যুৎ শাখায় নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী পদে লোকবল নিয়োগ দেয়া প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য জরুরি ভিত্তিতে পুরকৌশল শাখায়, বিদ্যুৎ শাখায় নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী পদে লোকবল নিয়োগ দেয়ার বিষয়টি উপস্থাপন করেন এবং বলেন প্রধান প্রকৌশলী থেকে ডিমান্ড এসেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত বলার জন্য তিনি প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ জানান।
(খ) ১৯৮৭ সালের সেটআপ অনুযায়ী পূর্ত বিভাগের স্থায়ী উপ-সহকারী প্রকৌশলীর ১০টি পদের মধ্যে ৪টি পদ পূরণ আছে এবং ৬টি পদ শূন্য আছে। এর মধ্যে ১জন এস্টিমেটর হিসাবে কর্মরত আছে। জরুরি ভিত্তিতে ৬জন উপ-সহকারী প্রকৌশলীর শূন্য পদ পূরণ করা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি বলেন, এতদিন সিটি কর্পোরেশনের নিয়োগ-পদোন্নতিতে শুধুমাত্র লোকাল গভর্ণমেন্ট প্রতিনিধি ১জন থাকলে হতো। কিন্তু সম্প্রতি মন্ত্রণালয় থেকে আরো একটি চিঠি (অফিস আদেশ) এসেছে। তাতে দুইটি নিয়োগ, জ্যেষ্ঠতা/পদোন্নতি বাছাই কমিটি করে দেয়া হয়েছে যেখানে লোকাল গভর্ণমেন্ট এর প্রতিনিধির সাথে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি থাকবে। এর সাথে টেকনিক্যাল পদের জন্য যে কোন একটা টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি থাকবে, সেটাও স্থানীয় সরকার বিভাগ নির্ধারণ করে দিবে। সর্বশেষ গত ২৪/০৯/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে কেসিসি কর্তৃক ১৭টি পদে পদোন্নতি বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে কেসিসি'র চিঠির আলোকে এসব পদোন্নতির বিষয়ে তিনটি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং এলজিইডি প্রতিনিধি চূড়ান্ত করে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে খুলনা সিটি কর্পোরেশনে সিভিলে তিনিসহ মাত্র দুইজন স্থায়ী বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার আছে। তিনি প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্বে এবং জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্বে আছেন। চারটি বড় প্রজেক্ট চলে, পিডি'র দায়িত্ব পালন করতে হয়, মন্ত্রণালয়ে সব সময় যোগাযোগ রাখতে হয়, অফিসের সব কাজ করতে হয়, মিটিং এ অংশ নিতে হয়, এরপর পাবলিক হিয়ারিং আছে। এজন্য কাজের সাইডে যাওয়ার সময় পাওয়া যায় না। তিনি আরো বলেন, ১৯৯৭ সালে কেসিসিতে তিনজন নির্বাহী প্রকৌশলী ছিল, আর এখন ২৭ বছর পর মাত্র একজন নির্বাহী প্রকৌশলী আছে, স্থায়ী একজনও সহকারি প্রকৌশলী নাই। ১৯৮৭ সালের সেটআপ-এ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এর ১০টি পদ আছে। সেখানে বর্তমানে আছে মাত্র চার জন, তার মধ্যে একজন এস্টিমেটর হিসেবে কর্মরত আছে। বাংলাদেশের প্রায় সব সিটি কর্পোরেশনের নতুন সেট-আপ অনুমোদন হয়েছে। কেসিসি'র নতুন সেট-আপ (সাংগঠনিক কাঠামো) মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নতুন সেটআপ অনুমোদন দিয়েছিল। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে সম্মতি পাওয়া যায়নি। ১৯৮৭ সালের সেটআপ-এ শূন্য পদ পূরণ করার পর নতুন সেট-আপ অনুমোদন দিবে মর্মে অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল। এ অবস্থায় সিভিলের কাজ দেখাশুনা করার জন্য লোকবলের দারুন সংকট। মাস্টাররোলে (নো-ওয়ার্ক-নো-পে) লোককে সহকারি প্রকৌশলীর দায়িত্ব দিলে তার উপর দায়-দায়িত্ব কত টুকু আসবে। এজন্য পূর্ত কাজ খুবই হ্যাম্পার হচ্ছে। এছাড়া ওয়ার্ক সরকারের পদ আছে ১৬টি, বর্তমানে একজন মাত্র স্থায়ী ওয়ার্ক সরকার কর্মরত আছে। এছাড়া এ্যাসফল্ট প্লান্টে একজন মাত্র মাস্টাররোল উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে কর্মরত আছে। এই মুহূর্তে জরুরিভাবে উপরোক্ত পদসমূহে পদোন্নতি প্রদান করে বাকি সকল শূন্য পদে উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থে লোকবল নেয়া প্রয়োজন। পূর্ত বিভাগে লোক নিয়োগের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।
(গ) ওয়ার্ক সরকারের ১৬টি স্থায়ী পদের মধ্যে ২টি পদ পূরণ আছে এবং ১৪টি পদ শূন্য আছে। জরুরি ভিত্তিতে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	
(ঘ) এ্যাসফল্ট প্লান্টে ১জন সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) পদে লোক দেয়া প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	
(ঙ) আয় বর্ধনের জন্য ল্যাবে ইকুইপমেন্ট, যানবাহন ও জনবল বৃদ্ধি করা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	
(চ) উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের সময় কাজের সাইটে সাবল, কোদাল, চেন, হ্যামার ইত্যাদি ধরার জন্য এবং রাস্তা খোড়াখুড়ি করার জন্য পূর্ত বিভাগে ২জন প্রকৃত শ্রমিক নিয়োগ দেয়া প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
প্রশাসক বলেন, পদোন্নতি দিতে হলে পদোন্নতি বোর্ড করতে হবে। পদোন্নতি দেয়ার পর তিনি কেসিসি'র নতুন সেট-আপ অনুমোদন করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করার পরামর্শ প্রদান করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনে পূর্ত বিভাগে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে। পদোন্নতি দেয়ার পরে সকল কারিগরি ও শূন্য পদে জনবল নিয়োগ করা হবে। নতুন সেট-আপ (সাংগঠনিক কাঠামো) অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৬। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের জনবল সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শরীফ আসিফ রহমান, সচিব,** কেসিসি খুলনা সিটি কর্পোরেশনের জনবল সংক্রান্ত বিষয়ে বলেন, ১৯৮৭ সালের অর্গানোগ্রামে অনুমোদিত পদ আছে ১১৯৭টি। পরবর্তীতে আরো কয়েকটি পদ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার মধ্যে ওয়ার্ড সচিব ৩১টি, ওয়ার্ড এম.এল.এস.এস ৩১টি, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) সহ সব মিলিয়ে সর্বমোট ১১৯৭টি পদ আছে। পদের বিপরীতে কর্মরত আছে ৬২৮ জন এবং শুন্য পদ আছে ৫৬৯টি। এ ছাড়া মাস্টাররোল (নো-ওয়ার্ক-নো-পে) হিসেবে আছে ৬৩৪ জন। তাদেরকে অস্থায়ী ভিত্তিতে বিভিন্ন সময় নিয়োগ দেয়া হয়েছে। করোনার সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন কাজে জরুরি ভিত্তিতে আউট সোর্সিং-এ ১৩৬ জন শ্রমিক নেয়া হয়েছিল। তাদেরকে ডেইলি বেসিসে কাজে লাগানো হয়। আর বহিরাগত শ্রমিক হিসেবে ড্রেন শ্রমিক, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, ট্রাক শ্রমিক, ড্রাইভার ইত্যাদি কাজে কর্মরত আছে ২৫৭ জন। বর্তমানে কেসিসি থেকে স্থায়ী, অস্থায়ী, আউট সোর্সিং, বহিরাগত সর্বমোট ১৬৫৮ জনের প্রতিমাসে বেতন দেয়া হয়। এর মধ্যে হাইকোর্টে মামলা করার ফলে রায়ে মাস্টাররোলের মধ্যে ৪৩ জনের আত্মীকরণ হয়েছে। পরবর্তীতে হাইকোর্টে আরো ১০২ জন, ৪৩জন, ২৮জন, ১৮জন, ১২ জন ইত্যাদি গ্রুপে মামলা চলমান রয়েছে। সেক্ষেত্রে মামলাগুলো নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণে কেসিসিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করলে হাইকোর্টে চলমান মামলার কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জটিলতা সৃষ্টি হয়। এ সব বিষয়ে বিভিন্ন পদে কর্মরত ৬৩৪ জন মাস্টাররোল (নো-ওয়ার্ক-নো-পে) শ্রমিকদের সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত দরকার। ১৯৮৭ সালের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী কেসিসিতে অনুমোদিত পদ আছে ১১৯৭টি এবং বর্তমানে প্রতি মাসে সর্বমোট ১৬৯৮ জনের বেতন দেয়া হয়। সুতরাং অনুমোদিত পদ ছাড়া প্রতিমাসে কেসিসি আরো ৫০১ জনের বেশি বেতন দেয়। এ অবস্থায় বর্ণিত বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত হওয়া প্রয়োজন।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), কেসিসি বলেন, ডিসি অফিসের সি.এ রা কম্পিউটারে যেমন দক্ষ, নো-ওয়ার্ক-নো-পে হিসেবে কর্মরত কেসিসির কর্মচারি তেমন ট্রেনিং প্রাপ্ত না। তবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এরকম কিছু কর্মচারি ১৭জন এবং আরো ২/১ জনকে শ্রমিক হিসেবে নেয়া হয়েছে। এছাড়া ইউনিসেফের সাথে কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রজেক্ট এর যারা ভোল্টার ও ভ্যাকসিনেটর হিসেবে কর্মরত ২৭ জনকে নেয়া হয়েছে। তারা প্রচুর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। অফিসের স্বার্থে তাদেরকে নেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে অভিযোগ ওঠার কারণে কেসিসি'র সচিবের নেতৃত্বে একটা কমিটি করে দেয়া হয়েছে। এই কমিটির সুপারিশে প্রশাসক মহোদয়ের অনুমোদনে এ লোকগুলো নেয়া হয়েছে। কমিটির সুপারিশ ছাড়া কোন লোককে নেয়া হয়নি। **জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা,** কেসিসি বলেন, যারা দীর্ঘ দিন যাবত ১৫/১৮/২০ বছর ধরে মাস্টাররোলে (১০২ জন) আছে, তারা কেউ কেউ সামনে ৩/৪ বছরের মধ্যে অবসরে যাবে। আদালতের রায় আছে। এছাড়া কেসিসি'র আরো ৭৫জন মাস্টাররোল কর্মচারী মহামান্য হাইকোর্টে রীট করেছেন। যা বর্তমানে বিচারাধীন অবস্থায় শুনানীর অপেক্ষায় আছে এবং ইউএনডিপি'র ৭৫জন কর্মচারীকে কেসিসিতে আত্মীকরণ করার পরে পরবর্তীতে তাদেরকে কেসিসি'র চাকুরী হতে অব্যাহতি দেয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে উক্ত ৭৫জন কর্মচারী মহামান্য হাইকোর্টে রীট মামলা দায়ের করেছেন। যা বর্তমানে শুনানীর অপেক্ষায় আছে। সারা বাংলাদেশের মাস্টাররোলের কর্মচারীদের বিষয়ে একটা নির্দেশনা আছে, কোন্ পদ্ধতিতে তারা অবসরে যাবে সে বিষয়ে যাচাই-বাছাইয়ের বিষয় আছে, তাদের স্বপদে আত্মীকরণ করার জন্য তিনি প্রশাসক মহোদয়ের পছন্দ মত লোক দ্বারা কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করেন। **প্রশাসক** বলেন, মাস্টাররোল (নো-ওয়ার্ক-নো-পে) হিসেবে কর্মরত কর্মচারিদের আত্মীকরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা চেয়ে মন্ত্রণালয়ে চিঠি প্রেরণ করার অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে মাস্টাররোল (নো-ওয়ার্ক-নো-পে) হিসেবে কর্মরত কর্মচারিদের মধ্যে ১০২ জন, ৭৫জন এবং ইউএনডিপির ৭৫ জনের বিষয়ে আদালতের রায় সম্পর্কে এবং অন্যান্য মাস্টাররোল কর্মচারীদের আত্মীকরণ বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৭। খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। **জনাব এস,কে,এম তাছাদুজ্জামান শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার** বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে খুলনা কলেজিয়েট গার্লস স্কুল, ইসলামাবাদ স্কুল, খালিশপুর কলেজিয়েট স্কুল, হাজী শরীয়তুল্লাহ বিদ্যাপীঠ, সিটি গার্লস স্কুল এবং দারুল কোরআন দাখিল মাদ্রাসা। খুলনা কলেজিয়েট গার্লস স্কুলে সর্বমোট ১১৬ জন শিক্ষক-কর্মচারী আছে। কিন্তু ৫ই আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পর দায়িত্ব প্রাপ্ত অধ্যক্ষ চলে যান। পরবর্তীতে একজন সহকারী অধ্যাপককে অধ্যক্ষের দায়িত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান রাখা হয়। ফলে অধ্যক্ষের পদ শূন্য হয়ে যায়। একইভাবে ইসলামাবাদ স্কুলেও অধ্যক্ষের পদ শূন্য রয়েছে। সেখানে এইচ,এস,সি পর্যায়ে ইংলিশ ও বাংলা মিডিয়ামে পাঠদান কার্যক্রম চলে। **প্রশাসক** বলেন, ইসলামাবাদ কলেজিয়েট স্কুলের অধ্যক্ষ পদত্যাগ করেছেন। তার পদত্যাগের কার্যক্রম এর সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য উক্ত স্কুলের গভর্নিং বডি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ইসলামাবাদ কলেজিয়েট স্কুলের অধ্যক্ষ পদত্যাগ করায় তার পদত্যাগের সঠিকতা বিষয়ে যাচাইয়ের জন্য ইসলামাবাদ কলেজিয়েট স্কুলের গভর্নিং বডি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৮। নিরাপত্তা শাখায় কর্মরত ১২১জন নিরাপত্তা প্রহরীর জন্য ১২১ সেট পোশাক (ইউনিফরম), ১২১ জোড়া জুতা, ১২১ জোড়া মোজা, ১২১ টি বেল্ট, ১২১টি টুপি, ১২১টি লাইনার, ১২১ টি বাঁশি, ১২১টি নেমপ্লেট ও ৭০খানা বেতের লাঠি প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** নিরাপত্তা শাখায় কর্মরত ১২১জন নিরাপত্তা প্রহরীর জন্য ১২১ সেট পোশাক (ইউনিফরম), ১২১ জোড়া জুতা, ১২১ জোড়া মোজা, ১২১ টি বেল্ট, ১২১টি টুপি, ১২১টি লাইনার, ১২১ টি বাঁশি, ১২১টি নেমপ্লেট ও ৭০খানা বেতের লাঠি প্রদানের বিষয়টি উপস্থাপন করেন এবং বলেন, ১২১ জন নিরাপত্তা প্রহরীর জন্য একসেট পোশাক, জুতা, মোজা, পিতলের বাঁশি, টুপি, লাইনার, বেতের লাঠি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তারা মিটিং করে রেজুলেশন করেছে। উক্ত রেজুলেশনে একটা সম্ভাব্য বাজেট দিয়েছে। নিরাপত্তা প্রহরীদের জন্য উল্লিখিত উপকরণগুলো ক্রয়ের সুপারিশ করেছে। **জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা,** কেসিসি বলেন, নিরাপত্তা প্রহরীদের পোশাক প্রায় ৮ থেকে ১২ বছর ধরে দেয়া হয় না বিধায় তাদের পোশাক, জুতাসহ অন্যান্য উপকরণ দেয়া যেতে পারে। **প্রশাসক** উপস্থিত সকলের সম্মতি গ্রহণ করে ১২১ জন নিরাপত্তা প্রহরীদের জন্য পোশাক, জুতাসহ অন্যান্য উপকরণ ক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত ক্রয় কমিটি গঠনসহ সম্ভাব্য খরচ ভ্যাটসহ সর্বমোট ৫,৩৬,৭৪১.৮১(পাঁচ লক্ষ ছত্রিশ হাজার সাতশত একচল্লিশ টাকা একাশি পয়সা) টাকা ব্যয় অনুমোদনে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসির নিরাপত্তা শাখায় কর্মরত ১২১ জন নিরাপত্তা প্রহরীদের জন্য ১২১ সেট পোশাক, জুতা, মোজা, পিতলের বাঁশি, টুপি, লাইনার, বেতের লাঠি ইত্যাদি উপকরণ ক্রয়ের জন্য সম্ভাব্য খরচ (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৫,৩৬,৭৪১.৮১(পাঁচ লক্ষ ছত্রিশ হাজার সাতশত একচল্লিশ টাকা একাশি পয়সা) টাকা ব্যয় অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বর্ণিত উপকরণসমূহ ক্রয়ের জন্য নিম্নরুপ ক্রয় কমিটি গঠনেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : **কমিটি:** (১) জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী- আহবায়ক (২) জনাব এস,কে,এম তাছাদুজ্জামান, রাজস্ব কর্মকর্তা- সদস্য (৩) জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা- সদস্য (৪) জনাব গাজী সালাউদ্দিন, এস্টেট অফিসার, সদস্য (৫) জনাব উজ্জল কুমার সাহা, স্টোর সুপার, সদস্য (৬) জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, নিরাপত্তা প্রহরী, সদস্য (৭) জনাব আলমগীর কবির বিশ্বাস, নিরাপত্তা সুপারভাইজার, সদস্য-সচিব	হিসাব বিভাগ ও নিরাপত্তা শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৯। বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি অর্জন, বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন ও বিনিয়োগকারীদের ব্যবসা কার্যক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর সাথে কেসিসি কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স সেবা সংযুক্ত করার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি অর্জন, বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন ও বিনিয়োগকারীদের ব্যবসা কার্যক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর সাথে কেসিসি কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স সেবা সংযুক্ত করার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর সংক্রান্ত বিষয়টি উপস্থাপন করেন এবং বলেন, শিল্প খাতে বরাদ্দ ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স অনলাইন সিস্টেমে পাওয়া সহজতর করার লক্ষ্যে কেসিসির সফট্ওয়ার এর সাথে সংযুক্ত হতে চায়। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) বিধিমালা ২০২০ এর আলোকে কেসিসির সাধারণ সভায় অনুমোদন পূর্বক তাদের সাথে একটা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর প্রয়োজন। **জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার,** কেসিসি বলেন, বিডা এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরে তার কোন আপত্তি নাই। বাংলাদেশে এখন অন স্টপ সার্ভিস ও স্মার্ট সার্ভিস সকলেই চায়। ইতোমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় এই সার্ভিসের আওতায় এনে অনেক দ্রুত মানুষের কাছে সার্ভিস পৌঁছে দিচ্ছে। এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর শুধু খুলনা সিটি কর্পোরেশনে হচ্ছে কিনা দেখা দরকার। এটা অনুমোদনের আগে বিভাগীয় শহরের সিটি কর্পোরেশনগুলোতে এবং অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে এ রকম আঙ্গিকে চুক্তি হয়েছে কিনা খতিয়ে দেখা দরকার। তিনি লিগ্যাল এ্যাডভাইজারের মতামতের ভিত্তিতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে অনুমোদন করার প্রস্তাব করেন। **প্রশাসক** খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল আইনজীবির মতামত গ্রহণ করার পর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুমোদনের বিষয়ে বিবেচনা করা হবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর সাথে কেসিসি কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স সেবা সংযুক্ত করার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সংক্রান্ত বিষয়ে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল আইনজীবির মতামত গ্রহণ করার পর উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর বিষয়ে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ ও আইন শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১০। ময়ূর নদী খনন কাজের স্বার্থে ০৪/০৪/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৬/১০/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত লিনিয়ার পার্কের সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকায় বন্ধকালিন সময়ের ইজারা মূল্য মওকুফ সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** ময়ূর নদী খনন কাজের স্বার্থে ০৪/০৪/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৬/১০/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত লিনিয়ার পার্কের সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকায় বন্ধকালিন সময়ের ইজারা মূল্য মওকুফ সংক্রান্ত বিষয়টি উপস্থাপন করেন এবং বলেন, অফিসিয়ালী ভিজিট করে পার্কের সকল কার্যক্রম বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। **জনাব গাজী সালাউদ্দিন, এস্টেট অফিসার,** কেসিসি বলেন, ময়ুর নদী খনন কাজ চলাকালীন সময়ে খননকৃত মাটি উত্তোলন করা ছিল। পার্কটির জায়গা একটু সরু টাইপের। এতে কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। সেই কারণে তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন মেয়র ও কর্মকর্তারা ভিজিট করে চিঠি দিয়ে পার্কের কার্যক্রম বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছিল। তাই ০৪/০৪/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৬/১০/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ছয় মাসের ইজারা মূল্য মওকুফ করা যায় মর্মে তিনি মতব্যক্ত করেন। খননকৃত মাটি অপসারণ করার পর চিঠি দিয়ে আবার চালু করার জন্য বলা হয়েছে। **প্রশাসক** বলেন, চিঠি দিয়ে লিনিয়ার পার্কের সকল কার্যক্রম বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। তাই উল্লিখিত সময়ের ইজারা মূল্য মওকুফ করার অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে পার্কটি চালু করলে এ বিষয়ে আইনগত কোন ব্যর্তয় হবে কিনা সে বিষয়ে কেসিসি'র আইনজীবি মতামত প্রদান করবে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ময়ূর নদী খনন কাজের স্বার্থে ০৪/০৪/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৬/১০/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত লিনিয়ার পার্কের সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকায় বন্ধকালিন সময়ের ইজারা মূল্য মওকুফ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে পার্কটি চালু করলে আইনের ব্যর্তয় হবে কিনা সে বিষয়ে কেসিসি'র বিজ্ঞ আইনজীবির মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ ও আইন শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১১। নিরাপত্তা শাখায় জনবল স্বল্পতার জন্য শূন্য, অর্ধশূন্য, চেকপোষ্ট/স্থাপনার জন্য ৭০(সত্তর) জন নিরাপত্তা প্রহরী ও ০২(দুই) জন মালি শ্রমিক প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** নিরাপত্তা শাখায় জনবল স্বল্পতার জন্য শূন্য, অর্ধশূন্য, চেকপোষ্ট/স্থাপনার জন্য ৭০(সত্তর) জন নিরাপত্তা প্রহরী ও ০২(দুই) জন মালি শ্রমিক প্রদান বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। **জনাব মোঃ আলমগীর কবির বিশ্বাস, নিরাপত্তা সুপারভাইজার,** কেসিসি বলেন, সাত বছর আগে কেসিসিতে নিরাপত্তা প্রহরী ছিল ১৪২ জন। চাকরি হতে অবসর ও মৃত্যুজনিত কারণে নিরাপত্তা কর্মী কমে গিয়ে এখন ১২১ জন আছে। তাদের মধ্যে কিছু স্থায়ী এবং কিছু মাস্টাররোল অস্থায়ী নিরাপত্তা কর্মী আছে। **জনাব গাজী সালাউদ্দিন, এস্টেট অফিসার,** কেসিসি বলেন, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বশস্ত্র আনসার নিয়োগ দেয়া আছে। সেক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য কেসিসির হেড অফিসসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থানে স্বশস্ত্র আনসার নিয়োগ দিলে কেসিসির নিরাপত্তার অভাব পূরণ হয় এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হয়। **প্রশাসক** বলেন, সরকারি সম্পদ পাহারা দেয়ার জন্য যিনি Liable হবেন তাকেই দায়িত্ব দিতে হবে। পাহারা দেয়ার ক্ষেত্রে যদি কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে তবে স্থায়ী কর্মচারীকে দায়ী করে সাসপেন্ড করা যাবে। কিন্তু ডেইলি বেসিসে অস্থায়ী কর্মচারিকে দায়ী করার উপায় নাই এবং তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যায় না। তাই অস্থায়ী ভিত্তিতে যারা নিরাপত্তার দায়িত্বে আছে তারা আপাতত: থাক, তবে নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে হবে। নিরাপত্তা শাখায় নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য স্বশস্ত্র আনসার নিয়োগ বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে কেসিসির সচিব আইনগত মতামত প্রদান করবেন মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নিরাপত্তা শাখায় শূন্য পদ পূরণে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে স্বশস্ত্র আনসার নিয়োগ বিষয়ে কেসিসি'র সচিব আইনগত মতামত প্রদান করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নিরাপত্তা শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
১২। কেসিসি মালিকানাধীন বিভিন্ন পুকুর ও জলাশয় হতে মাছ সংগ্রহ পূর্বক শহীদ হাদিস পার্ক পুকুর, সোনাডাঙ্গা সোলার এনার্জি পার্ক পুকুর ও সলুয়া স্যানিটারী ল্যান্ডফিল প্রকল্পের জায়গায় বিদ্যমান পুকুরে স্থানান্তরসহ এ সকল পুকুরের মাছ পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** কেসিসি মালিকানাধীন বিভিন্ন পুকুর ও জলাশয় হতে মাছ সংগ্রহ পূর্বক শহীদ হাদিস পার্ক পুকুর, সোনাডাঙ্গা সোলার এনার্জি পার্ক পুকুর ও সলুয়া স্যানিটারী ল্যান্ডফিল প্রকল্পের জায়গায় বিদ্যমান পুকুরে স্থানান্তরসহ এ সকল পুকুরের মাছ পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় অনুমোদনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, ইতোমধ্যে মাছ ধরা ও খাবারের জন্য ৬১,৪৯০/-(একষট্টি হাজার চারশত নব্বই) টাকা ব্যয় হয়েছে। **জনাব গাজী সালাউদ্দিন, এস্টেট অফিসার** কেসিসি বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সামনেই শহীদ হাদিস পার্কের পুকুরটিতে পর্যাপ্ত মাছ আছে। এর পাশাপাশি সোনাডাঙ্গা সোলার এনার্জি পার্ক সংলগ্ন পুকুরে এবং সলুয়া স্যানিটারী ল্যান্ডফিল প্রকল্পের পুকুরে যথেষ্ট মাছ আছে। সাম্প্রতিক কঞ্জারভেন্সি বিভাগের মাধ্যমে এ্যাকোজিশনকৃত কিছু জমি আছে। বিগত প্রশাসক মহোদয়ের নির্দেশমতে এবং লিখিত অনুমোদনে এ সমস্ত জলাশয়গুলো থেকে একটা কমিটির মাধ্যমে মাছ ধরে হাদিস পার্কের পুকুরে ও সোলার পার্কের পুকুরে মাছ আনা হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী হাদিস পার্কের পুকুরে মৎস্য শিকারের আয়োজন করা হয়। তাই বড় মাছগুলো সেখানে আনা হয়েছে। হাদিস পার্ক পুকুরে ৬৫টি ফলুই মাছ ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং এক কেজি/আধা-কেজি বা তার নিচের ওজনের মাছগুলো সোনাডাঙ্গা সোলার এনার্জি পার্ক পুকুরে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে হাদিস পার্কের পুকুরে ২ কেজি ওজনের কয়েকটি মাছ মারা গেছে। মাছগুলো লালনে ঔষধ, চুন প্রয়োগ করতে হয় এবং খাবার দিতে হয়। এ খাতে সারা বছরের খরচ হিসেবে ন্যুনতম বাজেট দেয়া হয়েছে হাদিস পার্ক পুকুরের জন্য ৭৫,০০০/-টাকা, সোনাডাঙ্গা সোলার পার্ক পুকুরের জন্য ৬৫,০০০/-টাকা এবং সলুয়া স্যানিটারী ল্যান্ডফিল প্রকল্পের পুকুরের জন্য ৬০,০০০/-টাকাসহ সর্বমোট ২,০০,০০০/-(দুইলক্ষ) টাকা খরচ ধরা হয়েছে। **জনাব আবির উল জব্বার, চীফ প্লানিং অফিসার, কেসিসি** বলেন, সোলার এনার্জি পার্ক সংলগ্ন পুকুরটি প্রজেক্টের মধ্যে সংস্কার করার জন্য ধরা আছে। সিসিইউডি প্রজেক্টে পানি অপসারণ করতে হবে এবং উক্ত পুকুরের মাছ ধরে অন্য পুকুরে ট্রান্সফার করতে হবে। তাই নতুন করে মাছ না ছাড়ার অনুরোধ এবং ঐ পুকুরের মাছের জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ের টাকা বরাদ্দ না করাই ভাল হবে। এতে শুধু শুধু টাকা নষ্ট হবে।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
জনাব গাজী সালাউদ্দিন, এস্টেট অফিসার বলেন, কেসিসির জলাশয়গুলো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্যে আনা গেলে ব্যয় বাদেও বছরে ৫০ লক্ষ টাকা লাভ হবে। সোলার পার্কের পুকুরে ব্যয় বাদে ৫ লক্ষ টাকা আয় করা সম্ভব। সোনাডাঙ্গা সোলার এনার্জি পার্ক সংলগ্ন পুকুরে সিসিইউডি প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাছের খাবার দিতে হবে এবং অন্যান্য ব্যয়ও আছে। সে কারণে উক্ত পুকুরের ব্যয় বরাদ্দের টাকা বাদ দেয়া যাবে না। **প্রশাসক** বলেন, শহীদ হাদিস পার্ক পুকুর, সোনাডাঙ্গা সোলার এনার্জি পার্ক সংলগ্ন পুকুর ও সলুয়া স্যানিটারী ল্যান্ডফিল প্রকল্পের পুকুরের মাছের চাষ বাবদ বছর ব্যাপী সম্ভাব্য ব্যয় (৭৫,০০০+৬৫,০০০+৬০,০০০)=২,০০,০০০/-(দুইলক্ষ) টাকা অনুমোদনে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে শহীদ হাদিস পার্ক পুকুর, সোনাডাঙ্গা সোলার এনার্জি পার্ক সংলগ্ন পুকুর ও সলুয়া স্যানিটারী ল্যান্ডফিল প্রকল্পের পুকুরের মাছের চাষ বাবদ বছর ব্যাপী সম্ভাব্য ব্যয় (৭৫,০০০+৬৫,০০০+৬০,০০০)=২,০০,০০০/-(দুইলক্ষ) টাকা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ ও হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
১৩। খুলনাস্থ ডাক বাংলা মোড়ের যানজট নিরসন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** খুলনাস্থ ডাক বাংলা মোড়ের যানজট নিরসন এর বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। **জনাব এস,কে,এম তাছাদুজ্জামান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার** বলেন, ডাক বাংলো মোড় থেকে পাওয়ার হাউজ মোড় পর্যন্ত সব সময় রাস্তার উপর ইজিবাইক, সিএনজি ও রিক্সা রাখে বিধায় যানজট সৃষ্টি হয়। ডাক বাংলোর মোড়ে কিছু দোকানও আছে। সেখানে একটা বাথরুম ছিল। সেটা এখন নাই বিধায় তদস্থলে ছোট পরিসরে একটা বাথরুম করা দরকার। ঐ বেবিস্ট্যান্ডের নেতাদের কারণে সেখানে কোন কাজ করতে পারা যায়নি। উক্ত স্থানের রাস্তা আরো চওড়া করতে পারলে কিছুটা যানজট নিরসন হবে। **জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার** বলেন, ডাক বাংলো মোড়ে বেবিস্ট্যান্ডের জায়গাটি রোডস এন্ড হাইওয়ের জায়গা এবং এর কিছু অংশ জমি সিটি কর্পোরেশনের। বড় বাজার এলাকায় অনেকগুলো মার্কেট এবং ক্রে-রোড এসব জায়গায়ও মারাত্মক যানজট হয়। ডাক বাংলাকে কেন্দ্র করে ইঞ্জিন চালিত রিক্সা, অটো রিক্সা, সিএনজি এসব একই জায়গায় আবদ্ধ থাকে। ঐ স্ট্যান্ডের পাশে অব্যবহৃত অনেক স্পেস আছে। উক্ত জায়গাটাকে বিউটিফিকেশনের আওতায় এনে অটো রিক্সা/রিক্সা এবং সিএনজি একদিক দিয়ে ঢুকবে এবং অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে। পূর্ত বিভাগ ও বিউটিফিকেশনের কাজ যারা করে তাদের দিয়ে এ রকম সেট-আপ করে দিতে পারলে যানজট নিরসন করা যেতে পারে। এ জায়গাগুলো নিয়ন্ত্রণে এনে সুন্দর একটি আধুনিক স্ট্যান্ড বানানো যায়। অটোরিক্সা, সিএনজি অনেক অনিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে। এসব কাজ পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা পেলে ফেব্রুয়ারি '২৫ মাসের মধ্যে যানজট নিরসন করা সম্ভব। **জনাব গাজী সালাউদ্দিন, এস্টেট অফিসার** বলেন, ডাকবাংলো মোড়ে কেসিসি'র বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর নেতৃত্বে কেএমপি'র সহযোগিতায় অনেকগুলো অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অভিযানকালে সেখানে মনে হয়েছে ডাকবাংলো মসজিদের কোনা থেকে ফেরিঘাট মোড় পর্যন্ত রাস্তার বামপাশে বেশ বড় একটা জায়গা বেবি রাখার মত স্থান আছে, যা ফাঁকা থাকে। এটাকে দুটো কারণ চিহ্নিত করা যায়। ঐ স্পেসটা একটু সংস্কার করে বেবি/সিএনজি/মাহিন্দ্রা রাখার জায়গা বানানো যায়। ঐ স্থানে খোয়া একটু উঠে যাবার কারণে ভঙ্গুর স্থানে গাড়ি রাখে না। সেখানে কিছু সংস্কার বা উন্নয়ন করা দরকার। এক সময় অটো রিক্সা ডাকবাংলো পর্যন্ত আসতো না, তারা ফেরিঘাট পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকতো। পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে ৫ আগস্টের পরে তারা ডাকবাংলোয় ঢুকেছে, সেখানে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে এবং বেবি ইউনিয়নের লোকসহ একটি কমিটি করে দুই ইউনিয়নের লোকদেরকে নিয়ে মিটিং করে উক্ত জায়গাটি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে।

আলোচনা
জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), কেসিসি বলেন, খুলনা শহরে ২২টি রাস্তা সংস্কার ও বর্ধিত করার কথা ছিল। খুলনা সদর থানার মোড়ে অনেক যানজট সৃষ্টি হয়। তাই এক সময় সাধারণ সভায় কথা হয়েছিল খুলনা সদর থানার মোড়ে কেএমপি'র জায়গা ছেড়ে দিবে, তার বিনিময়ে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অন্যত্র জমি দেয়া হবে। তাতে ট্রাফিক পুলিশেরই নিয়ন্ত্রণের সুবিধা হবে। **অতি: পুলিশ কমিশনার, কেএমপি** যে কোন উচ্ছেদ অভিযানে বা যে কোন বিষয়ে কেসিসিকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও খুলনা শহরে জ্যাম বিষয়ে বলেন, বড় বড় মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং, হসপিটাল, মার্কেট ইত্যাদি নির্মাণে প্লান পাশ করার সময় পার্কিং এর জায়গা অনুমোদন করা থাকে। কিন্তু বাস্তবে তা থাকে না। ফলে গাড়ী রাখার জন্য পার্কিং স্পেস না থাকার কারণে রাস্তায় গাড়ি রাখে। এর ফলে যানজট হয়। এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। রাস্তায় যাতে গাড়ি পার্কিং করতে না পারে সেজন্য পুলিশের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হবে। তবে গাড়ি পার্কিং এর জন্য নির্ধারিত মাঠ বা জায়গা নির্ধারণ করে ঘোষণা দিলে সেখানে গাড়ি রাখতে পারবে এবং কিছুটা যানজট নিরসন হবে। তার কাছে মনে হয় খুলনা শহরে অটোই যানজটের মূল কারণ। অটোর সংখ্যা এত বেশি তা বলা যায় না। আর লাইসেন্স দেয়া দশ হাজার, কিন্তু অটো চলে তার চেয়ে অনেক বেশি। কোন্ গাড়িটার আসল লাইসেন্স তা বোঝা কঠিন। তাই অটো চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে যানজট কিছুটা নিরসন হতে পারে। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব),** কেসিসি বলেন, অটো গাড়ির জন্য স্মার্ট আইডি কার্ড করার কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। উক্ত কাজ শেষ হলে কোন্ অটো গাড়ির কোন্ লাইসেন্স তা সহজে ধরা যাবে। কাজটি শেষ পর্যায়ে আছে।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
জনাব শেখ হাসান হাসিবুল হক, আই.টি ম্যানেজার, কেসিসি বলেন, ইজিবাইকের লাইসেন্স নকল কিনা তা ধরার জন্য আই.ডি কার্ড দেয়া হবে। আই.ডি কার্ডে একটা গোপন নম্বর থাকবে এবং ঐ গোপন নম্বরটি কেসিসির সিস্টেমে এন্ট্রি করা থাকবে। যখন কোন মেশিনে ধরা হবে বা সার্চ করা হবে তখন ঐ নম্বর চলে আসবে, অন্য নম্বর আসবে না। ইতোমধ্যে নম্বর প্লেট চলে এসেছে, স্টীকারও এসেছে। নতুন সফটওয়্যার থেকে বিল পে করতে ইজিবাইকের জন্য দেয়া হয়েছে। কার্ডটি অনুমোদন করে পাঠালে ২/১ দিনের মধ্যে বিল পেইড করে দিবে। **জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার,** কেসিসি বলেন, একজন ভ্যান চালক হঠাৎ করে এসে ইজিবাইক চালায়। তাই তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার। **জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা,** কেসিসি বলেন, চেম্বার অব কমার্সের বিল্ডিংয়ে গাড়ী পার্কিং করার জন্য পূর্বে একটা ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সেটা ভাড়া দেয়া হয়েছে। ফলে গাড়ী পার্কিং এর জায়গা না থাকায় সেখানে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এ বিষয়ে কেউ কথা বলে না, মাহিন্দ্রা, সিএনজি নিয়ে সবাই কথা বলে। সেখানে বড় হার্ডওয়্যার মার্কেটের সামনেও কোন গাড়ী পার্কিং এর জায়গা নেই। সেখানে কয়েকটি ব্যাংকও আছে। সে ব্যাংকগুলোরও গাড়ী পার্কিং এর জায়গা নেই। কমার্স কলেজের সামনে সন্ধানী ডায়গনস্টিক সেন্টার রয়েছে। সেখানে এ্যাম্বুলেন্স রাখার জায়গাটি কর্তৃপক্ষ তাদের ব্যবসার কাজে ব্যবহার শুরু করেছে। উক্ত ডায়গনস্টিক সেন্টারের লোকেরা রাস্তার উপরেই রোগীকে নামায়। ফলে সেখানেও যানজটের সৃষ্টি হয়। এসব বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য প্রশাসক মহোদয়, পুলিশ প্রশাসন ও কেডিএ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। **প্রশাসক** বলেন, খুলনা শহরে অটো রিক্সা/ইজিবাইক চলাচলে শৃঙ্খলা আনায়নের লক্ষ্যে ইজিবাইকের ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণ ও GR সম্বলিত নেমপ্লেট প্রদান করা হবে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা শহরে অটো রিক্সা/ইজিবাইক চলাচলে শৃঙ্খলা আনায়নের লক্ষ্যে ইজিবাইকের ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণ ও GR সম্বলিত নেমপ্লেট দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ ও পুলিশ কমিশনার, কেএমপি, খুলনা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
১৪। কেসিসি পেট্রোলিয়াম পাম্পের সার্বিক বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	জনাব মজিবর রহমান, সুপারভাইজার, কেসিসি পেট্রোলিয়াম বলেন, কেসিসি পেট্রোলিয়ামে ব্যবসা করার জন্য গত ০৫/০১/২০২১ খ্রিঃ তারিখে ৬টি চেকের মাধ্যমে মোট ১,৩০,৬৫,৪৭১.৮৬ টাকা তাকে দেয়া হয়েছিল। তখন থেকে ডিসেম্বর '২৪ পর্যন্ত উক্ত পেট্রোলিয়ামে ব্যবসা করে পুঁজি দাড়িয়েছে ৫,২০,০৭,৪৮৯.৪২টাকা। সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে নীট লাভ হয় ৩,৮৯,৪৪,০১৭/-টাকা কিন্তু গত ৫ আগস্ট '২৪ তারিখে গণ-অভ্যুত্থানের সময় বিল্ডিং বাদে সব কিছু লুটপাট করে নিয়ে গেছে। এ বিষয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং তৎকালীন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে মুঠো ফোনে একাধিকবার অবহিত করি। তখন পাম্পটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। এ অবস্থায় পাম্পটি সচল রাখার জন্য পরবর্তীতে তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) মহোদয়ের সহযোগিতায় চারটি মেশিন বসানো হয় এবং তার নির্দেশে জরুরি ভিত্তিতে কিছু কাজ করানো হয়েছে। এক গাড়ি তেল আনতে ক্যারিং খরচ ১,৬৮০/-টাকা লাগে এবং প্রতিমাসে চাহিদা অনুযায়ী ১৬/২৮/৩২ গাড়ি তেল আনতে হয়। দাপ্তরিক কাজে অফিসের গাড়ি এবং ময়লা আবর্জনা ক্যারিং গাড়িতে প্রচুর তেল লাগে। যেগুলো অনুমোদন করা ছিল তা লুটপাটের সময় সবই চলে গেছে। তাই খরচগুলো অনুমোদন করার জন্য তিনি বিনীত অনুরোধ জানান। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব),** কেসিসি বলেন এ খরচগুলো অনুমোদন করার জন্য প্রশাসক মহোদয়কে ক্ষমতা অর্পন করা যেতে পারে। **জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ, তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক),** কেসিসি বলেন, লুটপাটের পর জরুরিভাবে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের নির্দেশে চারটি পাম্প মেশিন বসানো হয় এবং কিছু কাজ করানো হয়েছিল। অনুমোদনের কাগজপত্র হারিয়ে ফেলেছে। এখন খরচ অনুমোদনের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এছাড়া পেট্রোল পাম্পে থাই এ্যালুমিনিয়াম গ্রাস নাই, এটা মজিবর সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছে না। **জনাব এস,কে,এম তাছাদুজ্জামান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার** বলেন, পাম্পে সব লুট করে নিয়ে গেছে এটা ঠিক না। জেনারেটরসহ অন্যান্য কিছু মালামাল উদ্ধার করে আনা হয়েছে। **জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা** বলেন, তিনি নিজে এবং এস,কে,এম তাছাদুজ্জামান, গাজী সালাউদ্দিন ও সেলিমুল আজাদসহ সবাই মিলে সারা রাত ধরে পাম্পে ডিউটি করে কিছু মালামাল উদ্ধার করে আনা হয়েছে। মজিবর সে কথা বলেন নাই।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
জনাব গাজী সালাউদ্দিন, এস্টেট অফিসার বলেন, কেসিসি পেট্রোলিয়ামের স্টাফদের সেবার মান সন্তোষজনক নয়, খুবই খারাপ। সেখানে মজিবরকে বদলি করে অন্য একজন যোগ্য লোককে নিয়োজিত করা দরকার। **জনাব সেলিমুল আজাদ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) বলেন,** মজিবর সাহেব এক লক্ষ পঞ্চাশ/বায়ান্ন হাজার টাকা নিয়ে বাসায় চলে গেল। সেখান থেকে মটর সাইকেল লুট করে নিয়ে গেছে এটা সঠিক বলে মনে হয় না। মটর সাইকেল না নিয়ে তিনি টাকা কিভাবে নিয়ে গেলেন। প্রধান প্রকৌশলী বা অন্য কর্মকর্তা গেলে পাম্পের কেউ কোন সম্মান করে না। **জনাব উজ্জল কুমার সাহা, স্টোর সুপার** কেসিসি পেট্রোল পাম্পে স্থায়ী কোন লোককে দায়িত্ব দেয়ার জন্য প্রস্তাব করেন। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** বলেন, মজিবরকে বদলি করার জন্য নথিতে পুট-আপ দিলেই তাকে বদলি করে দেয়া যাবে। **প্রশাসক** বলেন, কেসিসি পেট্রোলিয়ামের কাজের জন্য খরচকৃত বিল ভাউচার পরীক্ষা করে সমন্বয় করার নির্দেশনা প্রদান করেন। কেসিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব ও প্রধান প্রকৌশলীসহ কমিটি গঠন করা হলো। তারা এক সপ্তাহের মধ্যে কেসিসি পেট্রোলিয়ামের সার্বিক বিষয়ে রিপোর্ট প্রদান করবেন এবং বিষয়টি সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসি পেট্রোলিয়ামের কাজের জন্য খরচকৃত বিল ভাউচার পরীক্ষা করে সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া কেসিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব ও প্রধান প্রকৌশলীসহ কমিটি গঠন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে কেসিসি পেট্রোলিয়ামের সার্বিক বিষয়ে রিপোর্ট প্রদান করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ ও প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৫। অসুবিধাজনিত গাছ কাটার জন্য কমিটি গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** অসুবিধাজনিত গাছ কাটার জন্য কমিটি গঠন সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। **জনাব গাজী সালাউদ্দিন, এস্টেট অফিসার,** কেসিসি বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সড়কের ড্রেন ও ফুটপথ চওড়া করণের কাজ চলমান। যে পয়েন্টে ড্রেন যায় সেখানে গাছ কাটার জন্য পূর্ত বিভাগ থেকে লিখিত অনুরোধ আছে। সেটা এক্সিকিউট করার দায়িত্ব এস্টেট শাখার উপর আসে। ফলে গাছ কাটার জন্য যেতে হলে অনুমতির প্রয়োজন। এ জাতীয় গাছ কাটার জন্য তিনি নিম্নরুপ কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন : **কমিটি :** (১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড, কেসিসি- সভাপতি (২) উপসহকারী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড, কেসিসি- সদস্য (৩) এস্টেট অফিসার, কেসিসি সদস্য-সচিব শহরে কিছু গাছ শুকনা অবস্থায় আছে এবং কিছু মারা গেছে। ইতোমধ্যে NSI ডিরেক্টর সাহেব জানান উক্ত গাছগুলো পড়ে গিয়ে যে কোন সময় ক্ষতি হতে পারে। এছাড়া খুলনাস্থ রেলিগেট নগরঘাট রোডে ঘূর্ণিঝড়ে উপড়ে পড়া একটি বটগাছ সাতমাস ধরে পড়ে আছে। সেখানে যান চলাচলে ঝুঁকি আছে এবং দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই উক্ত গাছটি অপসারণের ব্যবস্থা নেয়া একান্ত জরুরি এবং এ বাবদ ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকার লেবার খরচ অনুমোদনের জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। **প্রশাসক** বলেন, অসুবিধাজনিত গাছগুলো কাটার জন্য ইতোপূর্বে কোন কমিটি গঠিত হয় নাই। তাই প্রস্তাবমতে তিনি ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনাস্থ রেলিগেট নগরঘাট সড়কে ঘূর্ণিঝড়ে উপড়ে পড়া বটগাছটি অপসারণ, উক্ত গাছ অপসারণের জন্য ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা ব্যয় অনুমোদন এবং অসুবিধাজনিত অন্যান্য গাছসমূহ কাটার জন্য নিম্নরুপ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: **কমিটি :** (১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড, কেসিসি- সভাপতি (২) উপসহকারী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড, কেসিসি- সদস্য (৩) এস্টেট অফিসার, কেসিসি সদস্য-সচিব	রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৬। নগরীর বিভিন্ন রাস্তা/ফুটপাত ও খাল/ড্রেনের জায়গা অবৈধ দখলমুক্ত করার জন্য বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর নেতৃত্বে কেএমপিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় পরিচালিত অপসারণ অভিযানে আপ্যায়ন ব্যয় নির্বাহ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** নগরীর বিভিন্ন রাস্তা/ফুটপাত ও খাল/ড্রেনের জায়গা অবৈধ দখলমুক্ত করার জন্য বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর নেতৃত্বে কেএমপিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় পরিচালিত অপসারণ অভিযানে আপ্যায়ন ব্যয় নির্বাহ সংক্রান্ত বিষয়টি উপস্থাপন করেন। **জনাব জান্নাতুল আফরোজ স্বর্ণা, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট,** কেসিসি বলেন, ডাক বাংলোর ভিতরে হেরাজ মার্কেট পাইকারি ঔষধের দোকানের সামনে ক্লে রোডে বিকাল/সন্ধ্যা থেকে রাত অবধি ভাসমান ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করে। সেখানে মোবাইল কোর্ট নিয়ে গেলে অভিযান চলাকালে রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে যায়। পরবর্তীতে চলে আসলে ফুটপথসহ রাস্তার সিংহভাগ আবার দখল হয়ে যায়। তাই কেএমপির পুলিশ ফোর্সের সহযোগিতায় রাস্তাটি জনসাধারণের চলাচলের উপযোগী করা যায়। **প্রশাসক** বলেন, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর নেতৃত্বে কেএমপিসহ সকলের সহযোগিতায় পরিচালিত উচ্ছেদ অভিযানে কিছু ব্যয় হয়। সেজন্য তিনি প্রস্তাবিত উচ্ছেদ অভিযানে দুই প্লাটুন পুলিশ প্রয়োজন হলে আপ্যায়ন বাবদ ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা এবং এক প্লাটুন পুলিশ প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে আপ্যায়ন ব্যয় ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা অনুমোদনে সহমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নগরীর বিভিন্ন রাস্তা/ফুটপাত ও খাল/ড্রেনের জায়গা অবৈধ দখলমুক্ত করার জন্য বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর নেতৃত্বে কেএমপিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় পরিচালিত অপসারণ অভিযানে দুই প্লাটুন পুলিশ প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে আপ্যায়ন বাবদ ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা এবং এক প্লাটুন পুলিশ প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে আপ্যায়ন বাবদ ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা ব্যয় অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৭। নগরীর বিভিন্ন রাস্তা/ফুটপাত/ড্রেনসহ বিভিন্ন জায়গা অবৈধ দখলমুক্ত করণের বিষয়ে নগরবাসীকে সতর্ককরণ বিজ্ঞপ্তি প্রচারের লক্ষ্যে একটি মাইক সেট ক্রয় বাবদ ৩২,৫০০/-(বত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয় অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** নগরীর বিভিন্ন রাস্তা/ফুটপাত/ড্রেনসহ বিভিন্ন জায়গা অবৈধ দখলমুক্ত করণের বিষয়ে নগরবাসীকে সতর্ককরণ বিজ্ঞপ্তি প্রচারের লক্ষ্যে একটি মাইক সেট ক্রয় বাবদ ৩২,৫০০/-(বত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয় অনুমোদনের বিষয়টি উপস্থাপন করেন। **জনাব গাজী সালাউদ্দিন, এস্টেট অফিসার,** কেসিসি বলেন, আগে মাইক সেট ছিল এবং সেটা এখনো আছে। তবে সেটা অকেজো। তা দিয়ে কথা বলতে গেলে ১০ সেকেন্ড কথা বললে আর ১০ সেকেন্ড চুপ করে থাকতে হতো। সেটা ব্যবহার করতে গেলে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। সেটা ঠিকমত চলে না। পরবর্তীতে মার্কেট যাচাই করে সব চেয়ে আধুনিক মাইকসেট ৩২,৫০০/-(বত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকায় ক্রয় করা হয়েছে। **প্রশাসক** বলেন, আগের মাইক সেট অকেজো হলে সেটা লিখিত আকারে অকেজো ঘোষণা করতে হবে। পূর্বের মাইক সেট অকেজো হয়ে পড়ে আছে মর্মে লিখিত দেয়া সাপেক্ষে নতুন মাইক সেট ক্রয় বাবদ ৩২,৫০০/-(বত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয় অনুমোদন করা যেতে পারে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে আগের মাইক সেট লিখিত আকারে অকেজো ঘোষণা সাপেক্ষে নতুন মাইক সেট ক্রয় বাবদ ৩২,৫০০/-(বত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয় অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৮। খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর গোরস্থান ও শ্মশান ঘাটের ফি ১০/- টাকার পরিবর্তে ২০/- টাকা ধার্য করা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। (কাগজ, প্রিন্টিং এবং বাইন্ডিং এর মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার কারণে)	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর গোরস্থান ও শ্মশান ঘাটের ফি ১০/- টাকার পরিবর্তে ২০/- টাকা ধার্য করার বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। **প্রশাসক** উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর গোরস্থান ও শ্মশান ঘাটের ফি ১০/-(দশ) টাকার পরিবর্তে ২০/-(কুড়ি) টাকা ধার্য করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর গোরস্থান ও শ্মশান ঘাটের ফি ১০/-(দশ) টাকার পরিবর্তে ২০/-(কুড়ি) টাকা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ, জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
১৯। শেরে বাংলা রোডস্থ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সন্ধ্যা বাজারের সাধারণ সম্পাদকের আবেদনের প্রেক্ষিতে টোল/রাজস্ব ১০/-টাকার পরিবর্তে ২০/-টাকা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** শেরে বাংলা রোডস্থ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সন্ধ্যা বাজারের সাধারণ সম্পাদকের আবেদনের প্রেক্ষিতে টোল/রাজস্ব ১০/-টাকার পরিবর্তে ২০/-টাকা প্রদানের বিষয়টি উপস্থাপন করেন। **জনাব শেখ শফিকুল হাসান, বাজার সুপার,** কেসিসি বলেন, তিনি নিজেই বাজারে গিয়ে বাজার প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেছেন। নিজেরা বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিয়ে বাজারের সাধারণ সম্পাদক আবেদন করেছেন। তারা বাজারের টোল স্বেচ্ছায় ১০/-(দশ) টাকার পরিবর্তে ২০/-(কুড়ি) টাকা করে দিবেন। **জনাব গাজী সালাউদ্দিন, এস্টেট অফিসার,** কেসিসি বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণাধীন সম্ভবত: ২৬টি বাজারের মধ্যে সন্ধ্যা বাজার হলো সবচেয়ে বড় বাজার। এ বাজারের জায়গা কেসিসি'র নিজস্ব জায়গা। টোল আদায়ের বিষয়টি তোহা বাজারের সংগা থেকে এসেছে। তোহা বাজারের নিয়ম হচ্ছে সকাল বেলা একজন বিক্রেতা তার বিক্রয়যোগ্য পণ্য বাজারে উঠাবে এবং বিক্রি শেষ হয়ে গেলে সেখান থেকে চলে যাবে। কালের বিবর্তনে এ সংগার কিছু পরিবর্তন এসেছে। এ বাজার তোহা বাজারের ন্যায় সামনের জায়গা খোলা স্পেস থাকবে। কিন্তু মাছের বাজার ব্যতিত অন্যান্যরা দোকানের মত করে নিয়েছে। দোকানের সামনে আবার শাটারও লাগিয়েছে। তাহলে তোহা বাজরের ন্যায় এ বাজার থাকলো না। শাটারসহ যে অংশ দখল করে আছে তার কোন অনুমতি, আবেদন বা অনুমোদন কোনটাই নাই। সেখানে এক বর্গফুট জায়গার ভাড়া ২০০/-টাকার মত। কিন্তু তারা ১০/-টাকা টোল দেয়, এখন তারা ২০/-টাকা করে টোল দেয়ার প্রস্তাব করেছে। অন্যায়ভাবে অনিয়মের মধ্যে থেকে বাজারের নিয়ম পরিবর্তন করে তারা দোকান নিজেরা নির্মাণ করে তাতে শাটার লাগিয়ে নিয়েছে। এই অনিয়মের বিরুদ্ধে কেসিসি'র এস্টেট শাখা থেকে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে মর্মে তারা জানতে পেরে এখন ১০/-(দশ) টাকার পরিবর্তে ২০/-(কুড়ি) টাকা টোল দিতে রাজি হয়ে মুলা ঝুলিয়ে দিয়ে কেসিসিকে বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানকার বিষয়ে তিনি একটা কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করেন এবং বাজারের সার্বিক অব্যবস্থাপনা তদন্ত করে বিষয়টি নজরে আনতে হবে। তারপর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), বাজার সুপার, এস্টেট অফিসার ও সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ ০৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
প্রশাসক বলেন, কেসিসি'র সন্ধ্যা বাজারের অব্যবস্থাপনা ও সার্বিক বিষয়ে তথ্য আনায়নের জন্য প্রস্তাবিত কমিটি গঠন এবং পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করার অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসি'র সন্ধ্যা বাজারের অব্যবস্থাপনা ও সার্বিক বিষয়ে তথ্য আনায়নের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত বাজার সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। **কমিটি :** (১) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, কেসিসি। (২) নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), কেসিসি। (৩) এস্টেট অফিসার, কেসিসি। (৪) বাজার সুপার, কেসিসি। (৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড, কেসিসি।	পূর্ত বিভাগ রাজস্ব বিভাগ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড)

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
২০। বিবিধ-১:	**জনাব মোঃ আব্দুল মাজেদ মোল্যা, জনসংযোগ কর্মকর্তা,** কেসিসি বলেন, জনসংযোগ দপ্তরে ব্যবহৃত ১০/১২ বছর আগের ক্যামেরাটি অনেক পুরানো হয়ে গেছে। তা দিয়ে প্রশাসক মহোদয়ের বিভিন্ন কর্মসূচির ছবি মান সম্মত হয় না। তাই নতুন একটি ক্যামেরা ক্রয় জরুরি। **প্রশাসক** উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে ক্যামেরা ক্রয়ে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসির জনসংযোগ দপ্তরে ব্যবহারের জন্য একটি ক্যামেরা ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ ও জনসংযোগ দপ্তর

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-২ : ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে চলতি অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫ এর তৃতীয় কোয়ার্টার পর্যন্ত সারচার্জ মওকুফে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণের আবেদন।	**জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার,** কেসিসি বলেন, বাংলাদেশ গেজেট ২০১৬ এ ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারচার্জ বিহীন নবায়নের কথা উল্লেখ আছে। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন কেসিসির নিকট লিখিত আবেদন করে জানান বিভিন্ন প্রেক্ষাপট জনিত কারণে বর্তমান ব্যবসা মন্দা এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের তৃতীয় কোয়ার্টার পর্যন্ত সারচার্জ বিহীন লাইসেন্স প্রদানের অনুরোধ করেছেন। ইতিপূর্বে ব্যবসায়ীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ২য় কোয়ার্টার পর্যন্ত সারচার্জ মওকুফ করা হয়েছে। ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা কর সংক্রান্ত আইন ও বিধি ১৯৮৬ এর ৪৪ এর(৬) উপধারায় বিশেষ ক্ষেত্রে কর্পোরেশন লাইসেন্স গ্রহীতাকে সারচার্জ সম্পূর্ণ বা আংশিক মওকুফ করতে পারবেন মর্মে বিধিতে উল্লেখ আছে মর্মে তিনি জানান। **প্রশাসক** বলেন, বিধি অনুসরণ করে খুলনা সিটি কর্পোরেশনে রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময় সারচার্জ মওকুফ করা হয়েছে। ব্যবসায়ীগণের অনুরোধ বিবেচনা করে রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে চলতি অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫ এর তৃতীয় কোয়ার্টার পর্যন্ত সারচার্জ মওকুফ করে ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের বিষয়ে তিনি সহমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে চলতি বছর (২০২৪-২৫ অর্থ বছর) এর তৃতীয় কোয়ার্টার পর্যন্ত সারচার্জ মওকুফ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
বিবিধ-৩ :	**জনাব আবির উল জব্বার, চীফ প্লানিং অফিসার,** কেসিসি বলেন, খুলনা শহরে সড়ক উন্নয়নে ২২টি মোড়ের একটা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। ময়লাপোতা মোড় তার মধ্যে অন্যতম। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিটেক্ট বিভাগের মাধ্যমে ডিজাইন করা হয়েছে। কেএমপি'র ট্রাফিক বিভাগসহ পুলিশ কমিশনার মহোদয় ও কেসিসির সাথে স্বত:স্ফূর্তভাবে মিটিং হয়েছে। ময়লাপোতা মোড়ে উন্নয়ন কাজ সম্পর্কে ড্রোনের মাধ্যমে তোলা ছবি স্কিনে প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেন। সেখানে যে সমস্যা হচ্ছে তা হলো যখন কোন গাড়ি শেরে বাংলা রোডে মিনা বাজার থেকে এসে নিরালার দিকে যায় তখন ময়লাপোতা মোড়ে পাস হওয়ার সময় দূর্ঘটনার সম্ভাবনা চিহ্নিত করা হয়েছিল। ডিসি (ট্রাফিক) সাহেবের নেতৃত্বে অস্থায়ী ভিত্তিতে একমাস যাবত ডেমনেস্টেশন করা হয়েছিল। তাতে ফলাফল ভাল পাওয়ায় টোটাল মোড় সম্পর্কে কাজ শুরু করা হয়। পূর্বাঞ্চলের গলি থেকে রাস্তা বেরিয়ে মডেল ষাট গম্বুজের পিছন দিক থেকে টার্ণ নিয়েছে, সেখানে বন্ধ করে দেয়ায় উক্ত জায়গাটা ওপেন করার জন্য প্রস্তাব আসে। মিনা বাজার থেকে এসে মডেল ষাট গম্বুজের পিছন দিয়ে যাবে এবং কেডিএ এভিনিউ থেকে এসে রয়্যালের দিকে যাবে এভাবে লুপটা তৈরি করা হয়েছিল। এতে যানজট নিরসনে ফল ভাল পাওয়া গিয়েছিল। এলাকাবাসী এবং কিছু সাংবাদিক এ ডিজাইন সম্পর্কে আপত্তি জানিয়েছিল। তাই কাজটি আপাতত: বন্ধ আছে। কিন্তু জুন মাসের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে। তাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি বলেন, সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো কাজটি বন্ধ রাখা হয়েছে। তাই মালামাল চুরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কয়েকজন সাংবাদিক নিরাপদ সড়ক চাই মর্মে মানব বন্ধন করেছে। মূলত: পূর্বাঞ্চলের গলি হয়ে ঘুরে যেতে হবে এটা তারা চায় না।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
জনাব এস,কে,এম তাছাদুজ্জামান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার, কেসিসি বলেন, খুলনা-২ আসনের এমপি সাহেব মিলে উক্ত স্থানে কাজ করার সময় ঠিকাদার প্যানা লাগিয়েছিল। সেখানে মসজিদের সাথে কেসিসির জানাযার জায়গা ছিল। উক্ত জানাযার জায়গাটা অন্য কিছু দিয়ে নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এখন জানাযার জন্য রাস্তা আটকে জানাযা পড়তে হবে। কেডিএ বরাদ্দ দিয়ে ৭/৮ তলা বিল্ডিং তৈরি করছে। সেখানে নৌকার আকারে উন্নয়ন করছে। সেজন্য এলাকাবাসী ও সাংবাদিক কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। মূল কথা ওখানে ঐ আকৃতি কম-বেশি করে অন্য আকারে তৈরি করতে হবে এটা এলাকাবাসীর দাবী। **প্রশাসক** বলেন, কেসিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান প্রকৌশলী এবং ডিসি (ট্রাফিক), নাগরিক সমাজ, সাংবাদিকসহ কেসিসিতে বৈঠক করে ময়লাপোতা মোড়ের উন্নয়ন ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা সমাধান করা হবে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান প্রকৌশলী, ডিসি (ট্রাফিক), নাগরিক সমাজ, সাংবাদিকসহ কেসিসিতে বৈঠক করে ময়লাপোতা মোড়ের উন্নয়ন ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা সমাধান করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-৪:	**জনাব গাজী সালাউদ্দিন, এস্টেট অফিসার,** কেসিসি বলেন, খুলনা মহানগরীর সকল ওয়ার্ডের জমির মালিকরা কেডিএ থেকে তাদের ঘর-বাড়ির প্লান অনুমোদনের সময় সরু রাস্তার উভয় পাশ থেকে তিন ফুট থেকে শুরু করে ছয় ফুট পর্যন্ত রাস্তা কেসিসি'র পক্ষে ইজমেন্ট দলিল সম্পাদন করে উহার মালিকানা কেসিসি'র নিকট দলিলের কপি হস্তান্তর করার যৌক্তিক কারণ থাকলেও ২০১৪ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত কোন দলিলের কপি বা ইনফরমেশন কেসিসি কর্তৃপক্ষের নিকট দেয়া হয় না। যে কারণে রাস্তার উন্নয়নমূলক এষ্টিমেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাস্তার পরিমাপ গ্রহণে জটিলতা সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষরিত পত্র কেডিএ কর্তৃপক্ষের নিকট ইজমেন্ট দলিলের কপি সরবরাহের জন্য এবং প্লান দেয়ার পূর্বে কেসিসি'র পক্ষ থেকে NOC গ্রহণের বিধান প্রতিপালনের জন্য কেডিএ'র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ইজমেন্টকৃত জমির উপর অবৈধ স্থাপনা অপসারণে সহযোগিতার জন্য কেসিসি, কেডিএ এবং জেলা প্রশাসনের উপযুক্ত একজন করে প্রতিনিধির মাধ্যমে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি যৌথ কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। যে কমিটি অবৈধ স্থাপনা অপসারণসহ আপদকালীন জটিলতা নিরসনে কাজ করবে। **প্রশাসক** বর্ণিত বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে বাড়ি/ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে কেডিএ কর্তৃপক্ষের নিকট ইজমেন্ট দলিলের কপি সরবরাহ এবং প্লান অনুমোদনের পূর্বে কেসিসি থেকে NOC গ্রহণের বিধান প্রতিপালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইজমেন্টকৃত জমির উপর অবৈধ স্থাপনা অপসারণে সহযোগিতার জন্য কেসিসি, কেডিএ এবং জেলা প্রশাসনের উপযুক্ত একজন করে প্রতিনিধির মাধ্যমে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি যৌথ কমিটি গঠনেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যে কমিটি অবৈধ স্থাপনা অপসারণসহ আপদকালীন জটিলতা নিরসনে কাজ করবে।	পূর্ত বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগ

<table>
<tr><th>আলোচ্যসূচি</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td>বিবিধ-৫:</td><td>জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগে আগত অতিথিদের আপ্যায়ন বাবদ কিছু অর্থ ব্যয় হয়। নির্ধারিত কোন বরাদ্দ না থাকায় তিনি এ খাতে নিম্নরুপ আপ্যায়ন ব্যয় বাবদ বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করেন :

<table>
<tr><th>দপ্তরের নাম</th><th>বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান (মাসিক)</th></tr>
<tr><td>প্রশাসক মহোদয়ের দপ্তর</td><td>প্রয়োজন মোতাবেক</td></tr>
<tr><td>প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর</td><td>সম্ভাব্য ৮,০০০/-(কম/বেশি)</td></tr>
<tr><td>সচিব দপ্তর</td><td>সর্বোচ্চ ৫,০০০/-</td></tr>
<tr><td>প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর</td><td>সর্বোচ্চ ৫,০০০/-</td></tr>
<tr><td>প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার দপ্তর</td><td>সর্বোচ্চ ৫,০০০/-</td></tr>
<tr><td>ম্যাজিস্ট্রেট দপ্তর</td><td>সর্বোচ্চ ৩,০০০/-</td></tr>
<tr><td>বি.এ.ও এর দপ্তর</td><td>সর্বোচ্চ ৩,০০০/-</td></tr>
<tr><td>প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তার দপ্তর</td><td>সর্বোচ্চ ৩,০০০/-</td></tr>
<tr><td>প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার দপ্তর</td><td>সর্বোচ্চ ৩,০০০/-</td></tr>
</table>

প্রশাসক বর্ণিত আপ্যায়ন ব্যয় অনুমোদনে সহমত ব্যক্ত করেন।</td><td>বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগে আগত অতিথিদের আপ্যায়ন বাবদ নিম্নরুপ ব্যয় বরাদ্দ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

<table>
<tr><th>দপ্তরের নাম</th><th>বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান (মাসিক)</th></tr>
<tr><td>প্রশাসক মহোদয়ের দপ্তর</td><td>প্রয়োজন মোতাবেক</td></tr>
<tr><td>প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর</td><td>সম্ভাব্য ৮,০০০/-(কম/বেশি)</td></tr>
<tr><td>সচিব দপ্তর</td><td>সর্বোচ্চ ৫,০০০/-</td></tr>
<tr><td>প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর</td><td>সর্বোচ্চ ৫,০০০/-</td></tr>
<tr><td>প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার দপ্তর</td><td>সর্বোচ্চ ৫,০০০/-</td></tr>
<tr><td>ম্যাজিস্ট্রেট দপ্তর</td><td>সর্বোচ্চ ৩,০০০/-</td></tr>
<tr><td>বি.এ.ও এর দপ্তর</td><td>সর্বোচ্চ ৩,০০০/-</td></tr>
<tr><td>প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তার দপ্তর</td><td>সর্বোচ্চ ৩,০০০/-</td></tr>
<tr><td>প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার দপ্তর</td><td>সর্বোচ্চ ৩,০০০/-</td></tr>
</table></td><td>হিসাব বিভাগ</td></tr>
</table>

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-৬:	**জনাব শরীফ আসিফ রহমান, সচিব, কেসিসি** বলেন, খালিশপুর কলেজিয়েট গার্লস স্কুলের শিক্ষার্থীদের বসার স্থান সংকুলান না হওয়ায় সেখানে ১২৫ সেট হাই ও লোবেঞ্চ এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করা প্রয়োজন। তিনি উক্ত বেঞ্চ এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদানের অনুরোধ জানান। **প্রশাসক** খালিশপুর কলেজিয়েট গার্লস স্কুলের শিক্ষার্থীদের বসার জন্য ১২৫ সেট হাই ও লো-বেঞ্চ এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদানে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত খালিশপুর কলেজিয়েট গার্লস স্কুলের শিক্ষার্থীদের বসার জন্য ১২৫ সেট হাই ও লো-বেঞ্চ এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য কেসিসি হতে ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা
বিবিধ-৭:	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) কেসিসি** বলেন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর হতে কেসিসি'র সকল বিভাগ/শাখার কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি এবং দেশ-বিদেশের খবর দেখার জন্য উক্ত দপ্তরে একটি AKASH DTH সংযোগ রয়েছে। উক্ত সংযোগের জন্য প্রতিমাসে ৪০০/-টাকা হিসেবে জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত ৬মাসের বিল (৪০০×৬)=২,৪০০/-(দুই হাজার চারশত) টাকা মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস বিকাশ এর মাধ্যমে জমা দেয়া হয়েছে। উক্ত টাকা সি.এ.টু প্রনিক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান তার নিজ পকেট থেকে খরচ করেছেন। এক্ষণে উক্ত ২,৪০০/-(দুই হাজার চারশত) টাকা সি.এ.টু প্রনিক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান-কে পরিশোধ এবং ১৫% ভ্যাট বাবদ ৩৬০/-টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের তিনি অনুরোধ জানান। **প্রশাসক** বর্ণিত AKASH DTH সংযোগের বিল বাবদ ব্যয়কৃত টাকা পরিশোধে সহমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তরে AKASH DTH সংযোগের ৬ মাসের বিল (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত) বাবদ ২,৪০০/-(দুই হাজার চারশত) টাকা সি.এ.টু প্রনিক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান-কে পরিশোধ এবং ১৫% ভ্যাট বাবদ ৩৬০/-টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ ও প্রনিক দপ্তর

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-৮:	**জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কেসিসি** বলেন, ওয়ার্ড অফিসের কার্যক্রম পরিচালনা করতে বিভিন্ন উপকরণ যেমন-রেজিস্টার খাতা, কলম, কাগজ, কাপ, পিরিচ, প্লেট, গ্লাস, ওয়েস্টেজ পেপারপট, ফাইলপত্রসহ অন্যান্য উপকরণ ক্রয়ের প্রয়োজন হয়। নাগরিক সেবা চলমান রাখতে ওয়ার্ডের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় ও কর্মসূচি পালনে নানা স্থানে গমনাগমন করতে হয় এবং ওয়ার্ডবাসীরা ওয়ার্ড অফিসে আসলে তাদের আপ্যায়নও করতে হয়। ২০১৫ সালে ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট অনুযায়ী পূর্বে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের প্রতিমাসে ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা হারে অফিস ব্যবস্থাপনা ভাতা দেয়া হতো। পূর্বেরন্যায় নাগরিক সেবা কার্যক্রম একইভাবে বলবৎ থাকায় ওয়ার্ডে একই হারে বকেয়াসহ অফিস ব্যবস্থাপনা ভাতা দেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **প্রশাসক** বিধি মোতাবেক অর্থাৎ সর্বশেষ প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট অনুযায়ী ওয়ার্ডে পূর্বেরন্যায় অফিস ব্যবস্থাপনা ভাতা প্রতিমাসে ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা হারে প্রদান করার জন্য একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ২০১৫ সালে ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট অনুযায়ী ওয়ার্ডে পূর্বেরন্যায় অফিস ব্যবস্থাপনা ভাতা বকেয়াসহ প্রতিমাসে ৪,০০০/-(চার হাজার) টাকা হারে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ

<table>
<tr><th>আলোচ্যসূচি</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td>বিবিধ-৯</td><td>জনাব শরীফ আসিফ রহমান, সচিব, কেসিসি বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নিম্নে বর্ণিত দপ্তরসমূহে আপ্যায়ন ও অন্যান্য খাতে নভেম্বর/ডিসেম্বর-২০২৪ মাসে কিছু অর্থ ব্যয় হয়েছে :
<table><tr><td>প্রশাসক দপ্তর</td><td>১০,৪৪৫/-</td></tr><tr><td>প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর</td><td>১৩,৬৯০/-</td></tr><tr><td>সচিব দপ্তর</td><td>৪,০৩০/-</td></tr><tr><td>প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার দপ্তর</td><td>২,৫০০/-</td></tr><tr><td>প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর</td><td>২,৪৩০/-</td></tr><tr><td>ম্যাজিস্ট্রেট দপ্তর</td><td>২,১৫০/-</td></tr><tr><td>বাজেট কাম একাউন্টস অফিসারের দপ্তর</td><td>২,৭১৫/-</td></tr><tr><td>প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা/ তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এর দপ্তর</td><td>২,৫০০/-</td></tr><tr><td>প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তার দপ্তর</td><td>৩,০০০/-</td></tr></table>তিনি উল্লিখিত ব্যয় অনুমোদন ও সমন্বয়ের জন্য অনুরোধ জানান।
প্রশাসক খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্ণিত দপ্তরসমূহের উল্লিখিত ব্যয় অনুমোদন ও সমন্বয়ের জন্য সহমত ব্যক্ত করেন।</td><td>বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নিম্নে বর্ণিত দপ্তরসমূহে আপ্যায়ন ও অন্যান্য খাতে নভেম্বর/ডিসেম্বর-২০২৪ মাসে ব্যয়িত অর্থ অনুমোদন ও সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:
<table><tr><td>প্রশাসক দপ্তর</td><td>১০,৪৪৫/-</td></tr><tr><td>প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর</td><td>১৩,৬৯০/-</td></tr><tr><td>সচিব দপ্তর</td><td>৪,০৩০/-</td></tr><tr><td>প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার দপ্তর</td><td>২,৫০০/-</td></tr><tr><td>প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর</td><td>২,৪৩০/-</td></tr><tr><td>ম্যাজিস্ট্রেট দপ্তর</td><td>২,১৫০/-</td></tr><tr><td>বাজেট কাম একাউন্টস অফিসারের দপ্তর</td><td>২,৭১৫/-</td></tr><tr><td>প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা/ তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এর দপ্তর</td><td>২,৫০০/-</td></tr><tr><td>প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তার দপ্তর</td><td>৩,০০০/-</td></tr></table></td><td>হিসাব বিভাগ</td></tr>
</table>

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সরকারি বিভিন্ন দপ্তর থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯.০৬.০০৮.২৪-১৪৯১ তারিখ-৩১/১২/২০২৪ খ্রিঃ

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

১। সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ।
১। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং....., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

৩১/১২/২০২৪
মোঃ ফিরোজ সরকার
প্রশাসক
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯.০৬.০০৮.২৪-১৪৯১(৭) তারিখ-৩১/১২/২০২৪ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৩। বিভাগীয় প্রধান (সকল),খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। শাখা প্রধান (সকল),খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৬। সি.এ টু প্রশাসক, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৭। সংশ্লিষ্ট নথি।

৩১/১২/২০২৪
মোঃ ফিরোজ সরকার
প্রশাসক
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।